দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 APR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

03

কমিউনিটি বেইজড মেডিক্যাল কলেজ

"আমাদের দেশে দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য" এ উচ্চাশা অনেকেই করে থাকেন, কথা বলা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্যে সঠিক পরিকল্পনা ও আন্তরিক উদ্যোগের বড় অভাব। এ ব্যাপারে গ্রামভিত্তিক নিদেনপক্ষে, সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

কথাগুলো বলছিলেন কমিউনিটি হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ–এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল কলেজ বাংলাদেশের অধ্যক্ষ প্রফেসার এ,আই,এম মোফাখখারুল ইসলাম। ময়মনসিংহ শহরের বাউন্ডারি রোডে কলেজের অস্থায়ী ক্যাম্পাসে তার অফিসে বসে কথা হচ্ছিল। দীর্ঘ সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা ও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন একটানা ১০ বছর।

অধ্যাপক ইসলামের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১৯৯৪ সালের ৫ই আগস্ট তারই নেতৃত্বে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট 'কমিউনিটি হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে উক্ত ফাউন্ডেশনের অপরাপর কর্মসূচির প্রধান হিসেবে 'কমিউনিটি বেডজ মেডিক্যাল কলেজ বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার লক্ষ্য সামনে রেখে এ ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে ও ইতিমধ্যেই চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এ ফাউন্ডেশনের জন্মলগ্ন থেকে প্রফেসার ইসলামের নেতৃত্বে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন বেশকিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী। ময়মনসিংহ শহর থেকে ১০কিঃমিঃ দূরে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রায় ৮ একর জমির ওপরে হাসপাতালের দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়েছে এবং কলেজ ভবনের কাজ চলছে। তিনশ' শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটির বহিঃবিভাগের কাজ গত ১লা ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে ও ইনডোরে ভর্তির কার্যক্রমও অবিলম্বে শুরু হওয়ার কথা। হাসপাতালের শতকরা ৩০ ভাগ শয্যায় এবং বহিঃবিভাগেও গরিব ও সহায়সম্বলহীন রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল কলেজ–এ নামের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ ইসলাম জানালেন, যেহেতু বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যা মূলত এদেশের ৬৮ হাজার গ্রাম অধ্যুষিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমস্যাকেই বুঝায় তাই সে লক্ষ্যে শহর থেকে দূরে অত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। যেন শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে সমাজভিত্তিক সমস্যার সাথে পরিচিত হয় ও সমাধানের সুযোগ সন্ধানে ব্রতী হয়। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা হাসপাতাল অঙ্গনের নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ছাড়াও আশপাশের গ্রামভিত্তিক পরিবারগুলোর সাথে প্রশিক্ষণমূলক (প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা) কর্মসূচিতে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ৩য় বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকবে।

১৯৯৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এ কলেজ পরিদর্শন করে গেছেন এফআইএমসি (Prof. Richard Godfray & Tim Gullerian)-এর প্রফেসর গুলিয়ান ও প্রফেসার গডফ্রে। জাপানের সোপোরো ও গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দও এ কলেজের কার্যক্রমে বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত উক্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালটি বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতাদানের স্থান বলে মন্তব্য করেছেন।

ইদানিং বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর স্বীকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় প্রফেসার মোফাখ্খারুল ইসলাম বললেন, এ কলেজটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সরকার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শনের মাধ্যমে যথাযোগ্য অনুমোদন ও স্বীকৃতিলাভ করেছে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বি,এম,ডি,সি) ৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিদর্শন দল গত বছর ২৭শে অক্টোবর এ কলেজ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও তাদের প্রতিবেদনে এ কলেজকে স্বীকৃতিদানের জন্য যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ করেছেন।

এ কলেজের শিক্ষার মান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে কলেজে ১৯৯৪–৯৫ ও ৯৫–৯৬ সেশনের ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করছে। বিশিষ্ট শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে আছেন ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এম,এ জলিল, এনাটমির বিভাগীয় প্রধান প্রাক্তন অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দে, কমিউনিটি মেডিসিনের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানরূপে তিনি স্বয়ং, সার্জারির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এম,এ গফফার তালুকদার গাইনি ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক জোবায়েদ হোসেন, সার্জারির অধ্যাপক কাজী মোঃ ইসমাইল, মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক, এ,এফ,এম সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক মুনীর আহমেদ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের রক্তসঞ্চালন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এম,এ কাদের ও আরও অনেক মেধাবী নবীন শিক্ষক।

❑ আলমগীর শাহ

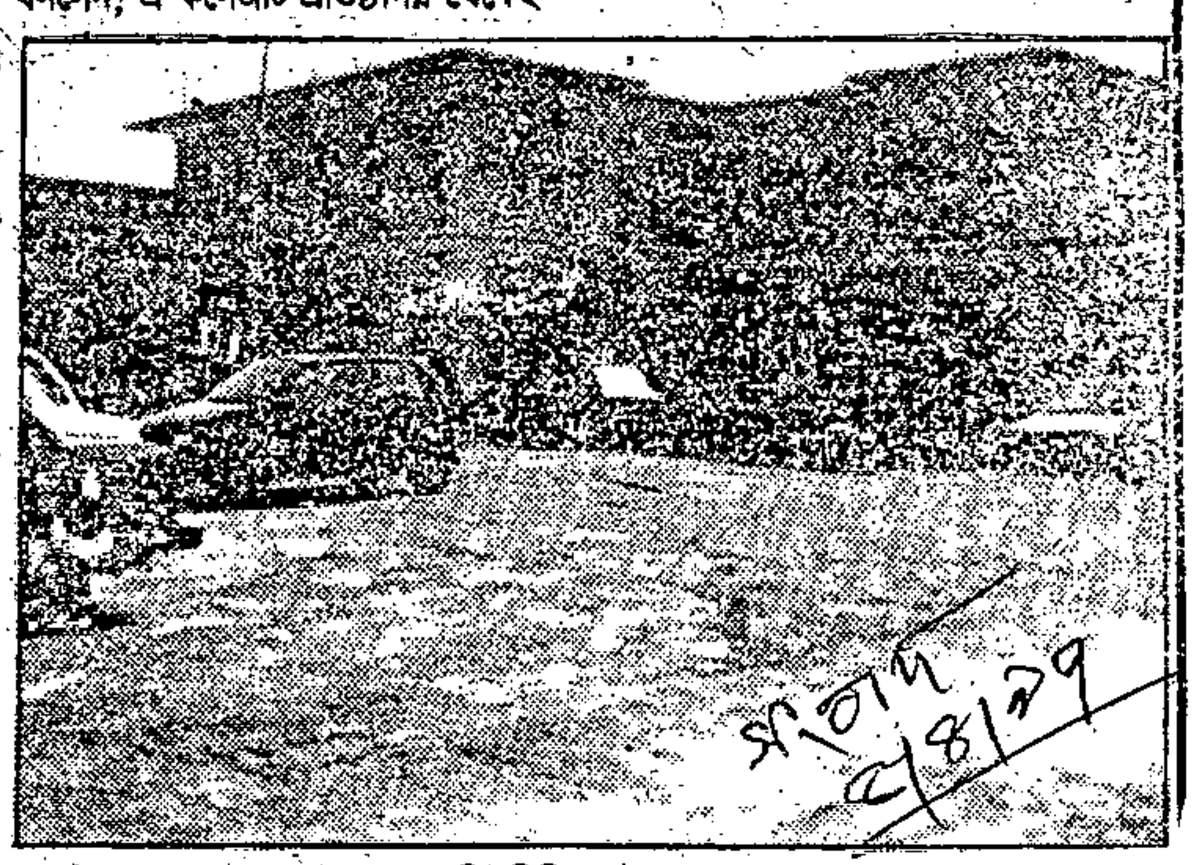

ময়মনসিংহের কমিউনিটি বেইজড হাসপাতাল ভবন